IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(Special Original Jurisdiction)

Writ Petition No. 2964 of 2013

In the matter of:

An application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

And

In the matter of:

Advocate Asaduzzaman Siddiqui & another.

... Petitioners.

-Verses -

The Secretary, Cabinet Division and others.

...Respondents.

Mr. Manzill Murshid, Advocate

...For the Petitioners.

Mr. Biswojit Roy, Deputy Attorney General

... For the Respondents

Dr. Kamal Hossain, Senior Advocate

.... for the applicants.

Heard on: 06.06.2013, 07.07.2013, 10.07.2013, 30.07.2013 and Judgment on: 26.09.2013.

Present:

Mr. Justice Quazi Reza-Ul Hoque

And

Mr. Justice A.B.M. Altaf Hossain

Quazi Reza-Ul Hoque, J:

The instant Rule was issued on 03.04.2013 calling upon the respondents to show cause as to why the impugned Sections 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13(2) of the Contempt of Courts Act, 2013, should not be declared to be void and *ultra virus* the Constitution as being violative of Article 27 and 108 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh and should not be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect and/or to pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.

The instant writ petition has been filed by an Advocate of this Hon'ble Court, in the form of public interest litigation impugning Sections 4,5,6,7,9,10,11, and 13(2) of the Contempt of Courts Act, 2013 (Act No. 4 of 2013) (published in the Bangladesh Gazette on 23.02.2013) on the ground that these provisions are ultra vires and contrary to Articles 26(1), 27 and 108 of the Constitution.

The Cabinet Secretary, Secretary to the President's Office, Secretary of the Prime Minister's Office, Secretary of the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs and Secretary to the parliament Secretariat were impleaded as respondents Nos. 1-5 respectively to the writ petition.

The main arguments on behalf of the petitioners in brief were;

Sections 4,5,6,7,9,10.11 and 13(2) of the Contempt of Courts Act, 2013 (2013 Act) are inconsistent with Article 26(1) of the Constitution. The said provisions of the 2013 Act, were inserted '' to save and protect high and influential officials from contempt charge'' which is beyond the scope of law, discriminatory in nature and hence in violation of Article 27 of the Constitution.

The said provisions of the 2013 Act curtailed the inherent power of the Supreme Court of Bangladesh, as guaranteed, under Article 108 of the Constitution and the said provisions clearly interfere with the power to punish for contempt by the Supreme Court.

The 2013 Act exempts certain acts that have been excluded from being brought within a contempt charge which may undermine the authority of the Court and may create obstructions to the implementation of any judgment as some Government officials have been exempted from the scope of contempt charge, which ultimately frustrates the law of contempt, as well as, the supremecy of the Supreme Court as guardian of the Constitution.

The respondent No. 1, the Cabinet Division represented by its Secretary, filed an Affidavit-in- opposition on 19 June 2013 contending inter alia that the grounds taken by the petitioners are not tenable in law and hence the Rule is liable to be discharged. Mr. Biswajit Roy, Deputy Attorney General, appeared on behalf of the respondent No. 1 despite the case concerning the constitutionality of a law, which had only just been enacted, neither the Attorney General, nor the Additional Attorney Generals appeared.

The respondent Nos. 2-5, namely the Secretary to the President's Office, Prime Minster's Office and Ministry of Law, as well as, the Parliament Secretariat did not file any affidavits-in-opposition and to contest the Rule.

There are 2 (two) applications for addition of party, one by Md. Mizanur Rahman Khan, son of late Ali Akbar Khan, Joint Editor of the Daily Prothom Alo and the other one by Bangladesh Administrative

Service Association (BASA), represented by its President, Abu Alam Md. Shahid Khan. The applications were submitted on 18.09.2013 and 20.09.2013 respectively. Since the hearing was concluded and the matter is put on C.A.V. on 30.07.2013, so there is no scope for addition of party at this stage, and therefore both the applications are rejected. However, Dr. Kamal Hossain, the learned Senior Advocate was allowed to make submissions with a view, as it is a very important matter involving constitutional issue.

Now let us look into the core context of the statute, i.e. the contempt of Courts Act, 2013 of which Section 4 read as follows: **নির্দোষ প্রকাশনা বা বিতরন অবমাননা নয়।** (১) কোন ব্যক্তি আদালত অবমাননা দায়ে দোষী হইবেন না এই কারণে যে, তিনি মৌখিক বা লিখিত কোন শব্দ বা চিত্র দ্বারা বা প্রদর্শনযোগ্য কোন কিছুর মাধ্যমে, বা অন্যকোনভাবে এমন কোন কিছু প্রকাশ করিয়াছেন যাহা উক্তরুপ প্রকাশনার সময় আদালতে বিচারধীন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ বা বাধা প্রদান করে বা উহা দ্বারা উক্তরুপ বিচার প্রক্রিয়া হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, যদি না উক্ত সময় তাহার এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, বিষয়টি বিচারধীন রহিয়াছে।
(২) **আপাততঃ** বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকাশনার সময় নিষ্পন্নাধীন ছিল না এই রুপ কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী কার্যধারা সম্পর্কে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন বিষয়ের প্রকাশ আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য হইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন বিষয় সম্বলিত কোন প্রকাশনা বিতরন করিবার কারণে আদালতে অবমনানার দায়ে দোষী হইবেন না, যদি বিতরণ করিবার সময় উক্ত প্রকাশনার অনুরুপ কোন বিষয় রহিয়াছে বা থাকিবার সম্ভবনা রহিয়াছে মর্মে তাহার বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বই, প্রকাশনা বা মুদ্রণ সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনে আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া বিতরণ করিবার ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

Section 5- **পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ আদালত অবমানা নহে।** কোন ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত কার্য আদালত অবমানা হিসাবে গণ্য হইবে না, যদি তিনি-

(ক) ধারা ৬ এর বিধান সাপেক্ষে, আদালতের কোন বিচারিক কার্যধারা বা উহার কোন অংশ বিশেষের পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করেন; বা

(খ) শুনানীঅন্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এইরুপ কোন মামলার গুণাগুণ সম্পর্কে পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করেন।

Section 6- **অধস্তন আদালতের সভাপতিত্বকারী বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ যখন আদালত অবমাননা নয়।** কোন ব্যক্তি কোন অধস্তন আদালতের সভাপতিত্বকারী বিচারক সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে যদি-

(ক) অন্য কোন অধস্তন আদালতের নিকট, বা

(খ) সুপ্রীম কোর্টের নিকট,

কোন বিবৃতি বা মন্তব্য প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি আদালতে অবমাননার দায়ে দোষী হইবেন না।

Section 7- **কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত খাস কামরায় বা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ আদালত অবমাননা নহে।** (১) এই আইনের অন্যা বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ আকারে তথ্য প্রকাশ আদালত অবমাননা হইবে না, যদি না-

(ক) এইরুপ প্রকাশনা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের লঙ্ঘন হয়;

(খ) আদালত, জনস্বার্থে বা উহার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, উহার কার্যধারা বা উহার অংশ বিশেষের তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করে;

(গ) জন-শৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণে আদালতের খাস কামরায় বা রুদ্দদ্বার কক্ষে আদালতের কার্যধারা অনুষ্টিত হইলে উক্ত কার্যধারা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে;

(ঘ) উক্ত তথ্য উক্ত বিচারিক কার্যধারার গোপনীয় কোন বিষয় বা কোন আবিস্কার বা উদ্ভাবন সংক্রান্ত হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, খাস কামরায় বা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত কোন আদালতের কার্যক্রমের বা উহার আদেশের সকল বা কোন অংশের বিবরন বা উহার পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ সার-সংক্ষেপ প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তি আদালত অবমানার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন না, যদি না আদালত জনস্বার্থে বা জন-শৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণে, অথবা উক্ত তথ্য কোন গোপনীয় বিষয় সংক্রান্ত অথবা কোন আবিস্কার বা উদ্ভাবন সংক্রান্ত হইবার কারণে, অথবা আদালতের উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, উক্তরুপ তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারী করে।

Section 8- **আত্মপক্ষ সমর্থনে অন্য কোন যুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এই আইন বাধা হইবে না।**

আইনের কোন কিছুই কোন আদালতে আদালত অবমানা সংক্রান্ত মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অন্য কোন আইন অনুসারে যে যুক্তি বা জবাব প্রদান করা যাইতো তাহা প্রদানের ক্ষেত্রে বাধা হইবে না।

Section 9- **আদালত অবমানার পরিধি বিস্তৃত না হওয়া**। এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য এইরুপ কোন লঙ্ঘন, প্রকাশনা বা অন্য কোন কার্য এই আইনের পরিধিভুক্ত গণ্যে আদালত অবমাননার দায়ে শাস্তিযোগ্য হইবে না।

Section 10- **কতিপয় কর্ম আদালত অবমাননা নহে।** আপতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন, বিধিমালা সরকারী নীতিমালা, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন,স্মারক ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক জনস্বার্থে ও সরল বিশ্বাসে কৃত বা সম্পদিত কর্ম আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কৃত কর্মের বিষয়ে কোন ব্যক্তি আদালতের শরনাপন্ন হইলে এবং সেই ক্ষেত্রে আদালতের কোন রায়, আদেশ বা নির্দেশ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির পক্ষে যথাযথ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন বা প্রতিপালন করা অসম্ভব হইলে, অনুরুপ কারণে বাস্তবায় বা প্রতিপালন করিতে ব্যর্থতার কারণে তাহার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উথাপন করা যাইবে না।

Section 12- **আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির বিধান**।-(১) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উথাপিত বা কার্যধারা রুজু করা হইলে, অভিযোগের বিষয়ে তাহাকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং আদালতের নিকট কারণ দর্শাইবার জবাব সন্তোষজনক হইলে, তাহাকে আদালত অবমানার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে হইবে, এবং জবাব সন্তোষজনক না হইলে তাহাকে উক্ত ব্যক্তির নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে উপস্থিত হইবার এবং বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান হইবে, এবং কার্যধারার কোন পর্যায়ে যদি আদালত মনে করে যে, ন্যায়

বিচারের স্বার্থে অবমাননাকারীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি আবশ্যক, তাহা হইলে আদালত তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হইয়া বক্তব্য প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বে, যদি কোন ব্যক্তি আইনজীবী নিয়োগ না করিয়া স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য প্রদান করিতে বা মামলা পরিচালনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আদালত তাহাকে অনুরুপ সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির অভিযোগদের সমর্থনে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে এবং তাহাকে শুনানি ও সাক্ষ্যদানের সুযোগ প্রদান করিয়া আদালতে অবমাননার অভিযোগের বিষয় নির্ধারণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যথাযথ শাস্তির আদেশ অথবা অভিযোগ হইতে অব্যাহতির আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উথাপিত বা কার্যধারা রুজু করা হইলে, উক্ত ব্যক্তি তাহার নিয়োজিত আ্ইনজীবী দ্বারা মামলা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৫) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি আইনজীবী নিয়োগসহ আদালত অবমাননা মামলা পরিচালনার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমান অর্থ সরকারী খাত হইতে অগ্রীম গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি আদালত অবমাননার অভিযোগ হইতে অব্যহতি লাভ করিলে অগ্রীম হিসেবে গৃহীত অর্থ সরকারকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি আদালত অবমানার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ও দন্ডপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে অগ্রীম হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি অগ্রীম হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান না করিলে উহা তাহারা প্রাপ্য গ্রাচ্যুইটি হইতে এককালীন আদায় করা হইবে এবং গ্রাচ্যুইটি হইতে আদায়ের পরও গৃহীত অগ্রীম বকেয়া থাকিলে উহা তাহার পেনশন বা পারিবারিক পেনশন হইতে সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(৬) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কার্য বা দায়িত্ব পালন কালে আদালত অবমাননার মামলায় জড়িত থাকা অবস্থায় প্রজাতন্ত্রের কর্ম হইতে অপসারিত অবসরপ্রাপ্ত বা অন্য কোন ভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে তাহার স্থায়ীভাবে কর্মাবসান হইলে, আদালত উক্ত ব্যক্তিকে আদালত অবমাননার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এ বর্ণিত পদে পরবর্তীতে স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তিকে (successor-in-office) পুনরায় কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উথাপন বা কার্যধারা রুজু করা যাইবে না অথবা পূর্বসুরীর (predecessor-in-officer) বিরুদ্ধে চলমান আদালত অবমাননার কার্যধারা বা দায় সরাসরি আরোপ করা যাইবে না।

Section 13(2)- (২) আদালত অবমাননার অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত হইয়া শাস্তিপ্রাপ্ত হইবার পর কোন ব্যক্তি তৎকর্তৃক দায়েরকৃত আপীলে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তিনি অনুতপ্ত হইয়া আন্তরিকভাবে উক্তরুপ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা হইলে আদালত তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার উপর আরোপিত দন্ড মওকুফ বা হ্রাস করিতে পারিবে।

The respondent Nos. 1-4 by submitting an affidavit-in-opposition contested the Rule, contending *inter alia* that the petitioner has stated that in Bangladesh, the Constitution recognizes the Supreme Court of Bangladesh as Court of records and that shall have all the powers of such a Court including the power, subject to law, to make an order for investigation and for punishment for any contempt of itself. The first Indian Statute on the law of contempt i.e. the Contempt of Courts Act was passed in 1926. It was enacted to define and to limit the powers of certain Courts in punishing contempt of Courts. It is generally felt that law relating to contempt of

Courts is some-what uncertain, undefined and unsatisfactory. In our country, what constitutes contempt of Court has to be ascertained from the case law, which is voluminous and not always consistent. Even then, a citizen may not know where he stands, since the contempt law may take new form and shape in an ever changing complicated world of today. The jurisdiction to punish for contempt touches upon two important fundamental rights of the citizen namely, the right to personal liberty and the right to freedom of expression, which are of vital importance in any democratic system. Present socio-economic context and reforms in judiciary, as well as, public administration require updating the age-old Contempt of Courts Act, 1926 and the impugned law that has taken place.

That Rule of law is one of the basic ingredients for governance of any civilized democratic society. In Bangladesh, constitutional scheme is based upon the concept of Rule of Law that we have adopted and bestowed upon ourselves. Everyone, whether individually or collectively is questionable under the supremacy of law, as enshrined, in our Constitution. The Constitution as the solemn expression of the will of the people is the supreme law of the Republic and it contains, among other, the establishment and functioning of legislative, judiciary and the executive, envisaging therein separation of power along with functioning of the three organs independently within their domain and adhering to the policy of non-interference in the business of the others.

It cannot be denied that the work of the judiciary has to be protected from every types of interferences, provided those must be genuine and are assessable in objective terms. The present idea of “scandalizing the Court” has little sense and all that it amounts is that it justifies wide power of the judges to punish people for contempt of Court. Moreover, this aspect for the contempt law must strictly relate to the Court in the course of its honest and diligent in its duties. Outside the courts the judges may be open to public criticism and they may take recourse to the ordinary legal provisions such as defamation, if they have been scandalized. It is against the spirit of democracy, transparency and republicanism that the judges outside the Court or in relation to their conduct not connected with any judicial proceedings should enjoy special immunity. However, it must be noted very carefully that any such scandalization must not engulf the judiciary under the veil of criticizing an individual judge’s act done outside the judiciary.

The constitutional provisions either with regard to, or have implication in a contempt of court proceedings has to be dealt with Article 108 directly, which empowers the Court to deal with contempt of Court and Article 39 guarantees all the citizens the right to freedom of speech and expression, whilist Article 39(2) provides, *inter alia,* that this right is subject to any law imposing reasonable restrictions, among other subjects, in relation to contempt of Court. Article 108 provides, *inter alia,* that the Supreme Court is Court of record and have all the powers of such a Court including the

power, subject to law to make an order for the investigation of or punishment for any contempt of itself.

Mr. Manzill Murshid, the learned Advocate appearing for the petitioner submitted that the previsions entailed in the statute, i.e. Contempt of Court Act, 1926 was replaced by another statue by name and style Contempt Act of 2008 and that has been declared *ultra virus* the Constitution in Writ Petition No. 4300 of 2008 and s*uo-moto* Rule No. 05 of 2008 (15 BLC 236). It is very sad to note that the edifice of the 2008 statue is brought back into the instant statue under challenge with a little varied language.

The sections 4, 5, 6, 7, 9, 10 of the present statute very clearly show that the law is made only to protect some particular section of the society, clearly discriminating within the citizens protecting a certain class/classes of the society, which is inconsistant with Articles 26(1) and 27 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh. The impugned sections in their headings entail that:

Section- 4 ends of the words অবমাননা নয়; (no contempt);
Section- 5 ends of the words অবমাননা নহে; (no contempt);
Section- 6 ends of the words অবমাননা নয়; (no contempt);
Section- 7 ends of the words অবমাননা নহে; (no contempt);
Section- 8 ends of the words হইবে না; (no contempt);
Section- 9 ends of the words বিস্তৃত না হওয়া; (will not entail);
Section- 10 ends of the words অবমাননা নহে। (no contempt);
Section- 12 অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির বিধান। (process and procedure);
Section- 13(2) নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে (if unconditional apology is tendered);

These vital provisions specifically providing privileges that would not constitute Contempt of the Court. In fact these sections are the crux of the Statue, wherein it has tried to limit the jurisdiction of the Supreme Court by trying to tie up its hand, so that action against the contemnor cannot be taken.

The Article 26(1) of the Constitution provides that-

> All existing law inconsistency with the provisions of this part shall, to the extent of such inconsistency, become void on the commencement of this Constitution.

It is amply clear that the provisions entailed in sections 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13(2) of the Contempt of Courts Act, 2013 is inconsistent with Article 26(1) of the Constitution of Bangladesh, as such, those are void *ab initio*.

Article 27 of the Constitution provides that-

> All citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law.

The contents of all sections of 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13(2) of the Act overtly contained provisions only to protect two classes of people, one is the

executives in the service of the Republic those who were behind drafting of the instant law, and the other class is the journalists, which has failed to treat all the citizen equally as some Government officials and journos are given special opportunity by excluding them from contempt charges. Not only that it has also failed to give equal protection of law to all citizens, by way of some definitions and explanations, as such, a group of people are given special protection safeguarding from the charges of contempt of Court.

Mr. Murshid, again submitted that Article 108 of the Constitution provides that-

> The Supreme Court shall be a Court of record and shall have all the powers of such a court including the power subject to law to make an order for the investigation of or punishment for any contempt of itself.

So, entailing provisions in section 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13(2) in the Act, impedes upon the inherent power of the Supreme Court of Bangladesh and have curtailed its jurisdiction. The content of the above mentioned sections clearly interferes into the power of punishment for any contempt by the Supreme Court of Bangladesh. Moreover by way of insertion of the above mentioned sections in the Act, the constitutional rights guaranteed to the Supreme Court of Bangladesh has been violated.

It is quite evident from the contents of the above mentioned sections of the Act that few acts has been excluded from the charges of contempt of Court, which has undermined the authority of the Court and have created obstructions to the dispensation of justice. Moreover some Government officials have been excluded in different ways from the charge of the contempt of Court, which ultimately frustrates the purpose of the contempt law.

He again agitated that the intent of inserting sections 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13(2) of the Act is to protect a vested quarter from the charges of contempt of Court. Similar initiative was also taken by the respondents earlier and passed a Contempt Law in 2008, which was challenged before the Supreme Court of Bangladesh and after hearing the parties, the High Court Division was pleased to pass judgment declaring the law being illegal and as being done without lawful authority. Now a day's many Government officials are facing contempt charges. Not only that some powerful politicians, businessman and influential persons are also facing contempt charges. So in order to save them from the charge of contempt again a move was made by some interested persons to insert such kinds of provisions in the contempt law. On the instruction of the interested quarter, a *mala fide* move was made by the respondents in order to create an obstruction to the inherent power of the Supreme Court of Bangladesh and finally got the Contempt of Court Act, 2013, which has been passed and published in official Gazette on 23.02.2013.

In the above mentioned sections of the Contempt of Courts Act, 2013, some provisions have been laid down by which a section of people has been excluded from the contempt charge by way of different kinds of definitions and explanations, the insertion and/or inclusion of these provisions, the fundamental rights of the citizen have been violated and created discrimination between the citizens of the country in respect of deciding the question of offence of contempt of Court.

He again submitted that in the instant Rule, the petitioner challenges the vires of impugned section 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13(2) of the Contempt of Courts Act, 2013, being *ultra vires* and beyond the scope of law and also discriminatory and violative of the fundamental rights of the petitioners as guaranteed under Articles 26(1), 27 and 108 of the Constitution of the Peoples Republic of Bangladesh (hereinafter referred to as the Constitution). The law of the Contempt of Court Act, 2013 (hereinafter referred to as the Act) has been passed by the Parliament and officially published in the Bangladesh Gazette on 23.02.2013.

The learned Deputy Attorney General, opposed in Rule by way of affidavit-in-opposition on behalf of the respondent Nos. 1-4, and reiterated the same as his submission.

Dr. Kamal Hossain, who is not particularly representing any of the parties, however, we have heard him at length. He at the beginning went through the vital points of the petition and have pointed out that the name of the client is missing in the Notice Demanding Justice and also have submitted that only 13(thirteen) days time was given to answer the notice and also alleged that the impugned sections of the statute, which to him are quite justified. He again submitted that the statute was published in the official gazette only on 22.02.2013 and the Rule was issued on 03.04.2013, which is too quick and the notice was also too harsh in nature.

He further submits that it is too harsh upon the Parliament that law passed by it is quite sensitive in nature since it deals with a very touchy issue. It is a Public Interest Litigation (PIL) and the petitioner does not have the *locus standi* and in this regard he referred to the observation made in Bangladesh Sangbadpatra Parishad vs. Government of Bangladesh, 43 DLR (AD) 126, wherein it was observed *inter-alia* that:

> . . . when a public injury or public wrong or infraction of a fundamental right affecting an indeterminate number of people is involved it is not necessary, in the scheme of our constitution, that the multitude of individuals who has been collectively wronged or injured or whose collective fundamental rights have been invaded are to invoke the jurisdiction under Article 102 in a multitude of individual writ petitions, each representing his own portion of concern. Insofar as it concerns public wrong or public injury or invasion of fundamental rights of an indeterminate number of people, any member of the public, being a citizen, suffering

> the common injury or common invasion in common with others or any citizen or an indigenous association, as distinguished from a local component of a foreign organisation, espousing that particular cause is a person aggrieved and has the right to invoke the jurisdiction under Article 102.

Thereafter, he took us through some elaborate discussions from the book Constitutional Law by Mr. Mahmudul Islam under the principles followed by Court in judicial review, wherein it has embraced *inter-alia* that:

> 5.15 Ours is a controlled constitution with entrenched provisions which has circumscribed the power of Parliament in making laws and has reposed on the Supreme Court the constitutional responsibility to adjudicate upon the validity of the laws. In deference to the co-equal status of the legislature, the Court, in deciding the constitutionality of any law passed by the legislature, follows certain principles in keeping with the necessity of harmonious working of the different organs of the State. These principles are stated below:
>
> "(1) When the Constitutionality of a law is challenged, the Court is to begin with a presumption of constitutionality of the law and the person challenging the validity of the law must show that the law is clearly unconstitutional. If an Act of Parliament would be valid only in the event certain circumstances exist, it will be presumed that all such circumstances do exist. Thus all circumstances which may lead to the finding of the validity of the law must be presumed by the Court and must be shown not to exist by the person challenging the validity of the law. In case of reasonable doubt as to whether the law is unconstitutional, the Court will resolve the doubt in favour of constitutionality of the law, or in other words, in no doubtful case will the Court pronounce a legislation to be unconstitutional. But doubt as to constitutionality must not be pressed to the point of disingenuous evasion when the legislative intention is clearly revealed.

On perusal of the submission of the learned Advocates, the writ petitioner and affidavit-in-opposition and submission of Dr. Kamal Hossain let us first go through the observations made in Writ Petition No. 4300 of 2008 wherein it contained *inter-alia* that;

> "তর্কিত অধ্যাদেশটি পড়লে মনে হইবে যে সরকারি কর্মকর্তাগণকে সম্ভাব্য আদালত অবমাননা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই অধ্যাদেশটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে।"

Upon plain reading of the provisions of the present statute under challenge we also have the same view that the present statute is also drafted in the same line to protect certain section of the society specially Government officers, which is undesirable. Section-4 of the Act entails that নির্দোষ প্রকাশনা বা বিতরণ অবমাননা নয় which from its heading speaks to allow certain persons

to do acts and to protect them through this statute by passing the Court and/or its proceedings.

This provision specifically allows a person to make comment upon an in seisin matter. Such an authority or right, if given, to a person to criticize or analyse a pending hearing matter that would certainly mean to interfere into the pending matter. If anyone has any interest in a matter, he/she is allowed to bring the matter into notice of the Court. Allowing someone to open a parallel hearing of the matter in the media that would certainly jeopardize the whole spectrum of the independent and impertial hearing.

> Section 4- **নির্দোষ প্রকাশনা বা বিতরন অবমাননা নয়।** (১) কোন ব্যক্তি আদালত অবমাননা দায়ে দোষী হইবেন না এই কারণে যে, তিনি মৌখিক বা লিখিত কোন শব্দ বা চিত্র দ্বারা বা প্রদর্শনযোগ্য কোন কিছুর মাধ্যমে, বা অন্যকোনভাবে এমন কোন কিছু প্রকাশ করিয়াছেন যাহা উক্তরুপ প্রকাশনার সময় আদালতে বিচারধীন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ বা বাধা প্রদান করে বা উহা দ্বারা উক্তরুপ বিচার প্রক্রিয়া হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, যদি না উক্ত সময় তাহার এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, বিষয়টি বিচারধীন রহিয়াছে।
>
> (২) **আপাততঃ** বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছূই থাকুক না কেন, প্রকাশনার সময় নিষ্পাান্নাধীন ছিল না এই রুপ কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী কার্যধারা সম্পর্কে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন বিষয়ের প্রকাশ আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য হইবে না।
>
> (৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন বিষয় সম্বলিত কোন প্রকাশনা বিতরন করিবার কারণে আদালতে অবমনানার দায়ে দোষী হইবেন না, যদি বিতরণ করিবার সময় উক্ত প্রকাশনার অনুরুপ কোন বিষয় রহিয়াছে বা থাকিবার সম্ভবনা রহিয়াছে মর্মে তাহার বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকেঃ
>
> তবে শর্ত থাকে যে, বই, প্রকাশনা বা মুদ্রণ সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া বিতরণ করিবার ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

It must be noted very carefully that the power of exercising the law relating to contempt has been granted to the Courts not for the protection of individual judges from imputations, but for the protection of the public from mischiefs, misleading opinions and media trial ete., And also to protect, the authority of the Court is for smooth functioning.

The present 2013 Act contains a total of twenty (20) Sections that exhaustively deals with various issues to protect particularly two sections of citizens, i.e. the executives of the State, and the journalists. It replaces the earlier Contempt of Courts Act, 1926.

Section-4 of the 2013 Act provides that no publication would constitute contempt, if it is done, in good faith. It states that a person cannot be charged for contempt of Court for publication or distribution of any matter in good faith or if he has valid reasons to believe, if the matter interfere with the administration of justice, or for innocent publication or distribution of any matter by words, spoken or written, or by signs or visible representations, which may interfere, or tend to interfere with administration of justice. Section 4 further provides that a person cannot be

held responsible for contempt, if the subject matter was not pending before the court of law at the time of publication.

The privilege to comment upon a pending matter, or upon a judgment that has already been passed must not be so free to any preson that he even without any knowledge of the concerned fact or law ventures upon analyzing it, while it should be cautiously and sparingly used even in case of comments on the proceedings and criticisms of the judgments of the Court, even if, comments are made in good faith. Any comment, interpretation or analytical observation, in an under going case would certainly influence the public opinion that has been witnessed in many occassion, so any comment, interpretation, or analytical observation in an is seisin case must not be allowed.

Contempt of Court, simply refers to a "Contempt", which means the disobidence of an order of a Court. Apart from that someones conduct tending either to obstruct, interfere, or malign the authority and dignity of the Supreme Court that hinders in the Administration of justice also qualifies as contempt of Court.

So, in applying the law of contempt, the Supreme Court is always cautions in its application with regard to the right to freedom of expression as guaranteed under Article 39 of the Constitution and the need to maintain the authority of the Court. Thus inclusion of Section 4 in the 2013 Act tries to impede upon the fundamental rights of the citizens, by protecting only two certain classes of the citizens, a clear violation of articles 26 and 27 of the Constitution, which is a clear positive discrimination.

It is argued that Section-4 of the 2013 Act is similar to section 3 of the English Contempt of Court Act, 1981 (the English Contempt Act), which provides a defence to innocent publication or distribution under section 3 of the English Contempt Act, wherein a person cannot be held guilty for contempt of Court, if he publishes or distributes materials of which he does not know or has no reason to suspect that relevant proceedings are active or the said publication contains such matter and similarly the Indian Contempt of Court Act, 1971 (the Indian Contempt Act) contains a similar defence in section 3. The said above two provisions relating to defences to contempt in two common law countries, the United Kingdom and India, are quite similar to the provisions incorporated under section 4 of the 2013 Act. It is claimed that section 4 of the 2013 Act provides a reasonable and legitimate defence to the offence of contempt of Court. It does not contravene any of the provisions of the Constitution of Bangladesh Further section 4 of the Act, 2013 applies to all individuals and hence is not violative of Article 27 of the Constitution. The present sitition under the 1926 did not in any manner impedes upon any fair and innocent comment in any manner. In our jurisdiction it is seldom found that comments would be passed scandalizing the Court, and once it is done, now a simple unconditional apology would immune him from the comtempt charges.

Both the English and Indian provisions includes for defence, as such, if a contempt proceedings is drawn he/she would be given a fair chance of hearing and defence, which section- 4 of the 2013 Act clearly engulfed by stating that "innocent comment and publication" would not constitute a contempt of Court. So putting cart before the horse. Even without according a chance of nearing the judgement is given.

> Section 5- **পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ** সংবাদ প্রকাশ আদালত অবমানা নহে। কোন ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত কার্য আদালত অবমানা হিসাবে গণ্য হইবে না, যদি তিনি-
>
> (ক) ধারা ৬ এর বিধান সাপেক্ষে, আদালতের কোন বিচারিক কার্যধারা বা উহার কোন অংশ বিশেষের পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করেন; বা
>
> (খ) শুনানীঅন্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এইরুপ কোন মামলার গুণাগুণ সম্পর্কে পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করেন।

Section-5 under the head পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ আদালত অবমাননা নহে is giving blank cheque to the journalists. In Mr. Riazuddin Khan, andvocate and another vs. Mahmudur Rahman and another 63 DLR (AD) 29, at para-65. It was very clearly observed that:

> If one having sufficient knowledge on the subject, such as a lawyer, a retired Judge, a teacher of law and an academician may make fair criticism and the Court in such case will be able to ascertain a good faith with the comments, but if a scurrilous comment is made by one who is totally foreign on the subject like the respondents whose normal duties are not the one written in the impugned article, arm of the law must strike a blow on him who challenges the supremacy of the Rule of law in the general interest of the litigant public.

Section 6- **অধস্তন আদালতের সভাপতিত্বকারী বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ যখন আদালত অবমাননা নয়।** কোন ব্যক্তি কোন অধস্তন আদালতের সভাপতিত্বকারী বিচারক সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে যদি-

> (ক) অন্য কোন অধস্তন আদালতের নিকট, বা
>
> (খ) সুপ্রীম কোর্টের নিকট,
>
> কোন বিবৃতি বা মন্তব্য প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি আদালতে অবমাননার দায়ে দোষী হইবেন না।

Section- 5 of the 2013 Act deals with news publication by the press and states that a true and accurate reporting of Court proceedings cannot constitute contempt of Court. It further provides that when any matter regarding judicial proceedings is published with fairness and accuracy, then such publication of the report cannot be held liable for contempt of Court. In this regard it is argued that sections 5 of the 2013 Act does not in any way infringe the fundamental rights guaranteed under Articles 26(1) and 27 of the Constitution. On the contrary section 5 of the 2013 act is protected by Article 39 of the Constitution, which guarantees the right to freedom of expression and the freedom of the press. The right to freedom of the press is guaranteed under Article 39, subject to law. Section 5 of the Act tries to

override the constitutional provision as enunciated in Article 39 of the Constitition. No dought the media has every right to report on the judiciary with fairness and accuracy. In Md. Raiz Uddin Khan, Advocate and another vs. Mahmudur Rahman and others 63 DLR 2011 AD 29 at para. 65 although the Court found the contemnor guilty of contempt, it nonetheless observed that-

> "A fair criticism of the conduct of a judge may not amount to contempt if it is made in good faith and in public interest. The courts are required to see the surrounding circumstances to ascertain a good faith and the public interest including the person who is responsible for the comments, has knowledge in the field regarding which the comments are made and the intended purpose sought to be achieved. If one having sufficient knowledge on the subject, such as a lawyer a retired judge, a teacher of law and an academician may make fair criticism and the Court in such case will be able to ascertain a good faith with the comments. But if a scurrilous comment is made by one who is totally foreign on the subject like the respondents whose normal duties are not the one written in the impugned article, arm of the law must strike a blow on him who challenges the supremacy of the rule of law in the general interest of the litigant public.''

Section 6 of the 2013 Act provides that any bona-fide statement about a presiding judge of the subordinate court is not contempt of court, if it is made before any other subordinate Court or the Supreme Court of Bangladesh. Why such comment be the concern of certain class without even knowing the fact and intent and a flat immunity be is a concern given. It is the concerned court before whom such comment is made to decide not by an outsider. A Court never punishes someone for a *bona-fide* innocent statement or comments made in good faith. In the well known case of Sir Edward Snelson v. Judges, High Court 16 DLR 1864 SC 535 at paras. 70 and 140 it was observed *inter-alia* that-

> Fair and legitimate comment on judgments of a Court would not be actionable provided the limits of bona fide criticism are not exceeded.... the mere fact that a judgment is criticized as incorrect is no imputation against the judge, for the most competent of judges may deliver a wrong judgment... the criticism of judgment ought to be fair, and the fact should be correctly stated.

Section 7- **কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যতীত খাস কামরায় বা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ আদালত অবমাননা নহে।** (১) এই আইনের অন্যা বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ আকারে তথ্য প্রকাশ আদালত অবমাননা হইবে না, যদি না-

(ক) এইরুপ প্রকাশনা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের লংঘন হয়;

(খ) আদালত, জনস্বার্থে বা উহার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, উহার কার্যধারা বা উহার অংশ বিশেষের তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করে;

(গ) জন-শৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণে আদালতের খাস কামরায় বা রুদ্দদ্বার কক্ষে আদালতের কার্যধারা অনুষ্ঠিত হইলে উক্ত কার্যধারা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে;

(ঘ) উক্ত তথ্য উক্ত বিচারিক কার্যধারার গোপনীয় কোন বিষয় বা কোন আবিস্কার বা উদ্ভাবন সংক্রান্ত হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, খাস কামরায় বা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত কোন আদালতের কার্যক্রমের বা উহার আদেশের সকল বা কোন অংশের বিবরন বা উহার পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ট সার-সংক্ষেপ প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তি আদালত অবমানার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন না, যদি না আদালত জনস্বার্থে বা জন-শৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণে, অথবা উক্ত তথ্য কোন গোপনীয় বিষয় সংক্রান্ত অথবা কোন আবিস্কার বা উদ্ভাবন সংক্রান্ত হইবার কারণে, অথবা আদালতের উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, উক্তরুপ তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারী করে।

This provision, as entailed in section 7 of the 2013 Act provides that, except in certain circumstances publication of information obtained from the Chamber of the Court or in Camera shall not be considered to be contempt unless such publication is contrary to law and the Court had specifically prohibited publication on the ground of public interest which the court sites in the judges chambers (Khash Kamra), or in camera for reasons connected with public order or of the security of the State. The publication of information relating relates to a secret process, discovery, or invention which is an issue in the proceedings. A trial in camera means the court wants the trial be kept in abeyance from mass public and publication, so such a provision is absolutely unnecessary and requires to be set aside.

Section 9 of the 2013 Act excludes the Courts power of imposing sanctions in any action amounting to contempt that has been defined as contempt within this statute. Such an inclusion vitiates all the powers of the Court and directly incontrast with Article 108 of the Constitution.

Section 9- **আদালত অবমানার পরিধি বিস্তৃত না হওয়া**। এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য এইরুপ কোন লঙ্ঘন, প্রকাশনা বা অন্য কোন কার্য এই আইনের পরিধিভুক্ত গণ্যে আদালত অবমাননার দায়ে শাস্তিযোগ্য হইবে না।

Although it is argued that a similar provisions are found in the Indian and English Contempt Acts. Section 9 of the Indian Contempt Act provides that nothing contained in that Act shall be construed as implying that any disobedience, breach, publication or other act would not be punishable as contempt of court unless such acts are punishable under the Indian Act. Section 9 of the Indian contempt Act Provides-

> "Act not to imply enlargement of scope of contempt. Nothing contained in this Act shall be construed as implying that any disobedience, breach publication or other act is punishable as contempt of court which would not be so punishable apart from this Act."

Similarly, Section 6 of the English Contempt Act also provides:

> Nothing in the foregoing provisions of this Act implies that any publication is punishable as contempt of Court under that rule which would not be so punishable apart from those provisions.

In plain reading of the present Act, the Indian and the UK legislation, it is evident that Act 2013 is completely different from those two.

Section 8 -**আত্মপক্ষ সমর্থনে অন্য কোন যুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এই আইন বাধা হইবে না।**

আইনের কোন কিছুই কোন আদালতে আদালত অবমানা সংক্রান্ত মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অন্য কোন আইন অনুসারে যে যুক্তি বা জবাব প্রদান করা যাইতো তাহা প্রদানের ক্ষেত্রে বাধা হইবে না।

Section 10- **কতিপয় কর্ম আদালত অবমাননা নহে।** আপতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন, বিধিমালা সরকারী নীতিমালা, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন,স্মারক ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক জনস্বার্থে ও সরল বিশ্বাসে কৃত বা সম্পদিত কর্ম আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কৃত কর্মের বিষয়ে কোন ব্যক্তি আদালতের শরনাপন্ন হইলে এবং সেই ক্ষেত্রে আদালতের কোন রায়, আদেশ বা নির্দেশ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির পক্ষে যথাযথ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন বা প্রতিপালন করা অসম্ভব হইলে, অনুরুপ কারণে বাস্তবায় বা প্রতিপালন করিতে ব্যর্থতার কারণে তাহার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উথাপন করা যাইবে না।

Section 10 of the 2013 Act provides that if it is not possible for a public servant to implement or go by any judgment order or direction because of any existing laws and rules or any other practical reasons on the ground of public interest and bona fide belief, no contempt proceedings will be drawn against that public servant. We must read Article 112 of the Constition, which read as follows:

> "All authorities, executive and judicial, in the Republic shall act in aid of the Supreme Court."

If any public servant has any problem implementing an order of the Court, he must immediately either inform the concerned Court, or prefer appeal to the higher Court informing the bottle neck performing the order. Instead, refrains from complying with the order of the Court and he himself draws and takes defence on such pretext and tries to shield himself behind such a provision of law, it would be a disaster for the Rule of law.

In order to convict any person for contempt, it must be shown that there was wilful disobedience of a Court order. In SAM Iqbal v. State and another, 3 BLC 1998 AD 125 at paras. 21 and 27, it was held *inter-alia* that-

> In the background of the admitted fact and correspondences it is difficult to hold that the appellant Managing Director of Bangladesh Shipping Corporation had wilfully shown any

> disrespect and disobedience towards the order of the Court.... there was nothing to show that any contumaciousness was shown regarding the implementation of the order of the Court. There was no delay and laches on the part of the appellant in taking effective steps in implementing the court order we so not find that the conduct of the appellant was such of flouting the order of the Court deliberately and to treat the Courts order with some degree of hatred and malice, in the fact of the case, the learned judges of the High Court Division took a too drastic step of punishing the appellant for contempt of court being a little touchy and unduly sensitive which was not at all called for in this case.

In Kapildeo Prasad and others v. State of Bihar and others, 7 SCC (1999) 569 at paras. 9 and 11, it was observed that-

> "For holding the respondents to have committed contempt, ...it has to be shown that there has been wilful disobedience of the judgment or order of the Court. Power to punish for contempt is to be resorted to when there is clear violation of the Court's order. ...these powers should be invoked only when a clear case of wilful disobedience of the Court's order has been made out. ...Wilful would exclude casual, accidental, bona fide or unintentional acts or genuine inability to comply with the terms of the order. A petitioner who complains [of] breach of the Court's order must allege deliberate or contumacious disobedience of the Court's order."

Similarly, in C. Elumalai and others v. A.G.L. Irudayaraj and another, 4 SCC (2009) 212 at p. 217, it was observed that-

> "Mere disobedience of an order is not enough to hold a person guilty of civil contempt. The element of willingness is an indispensible requirement to bring home the charge within the meaning of the Act."

So it is absolutely clear that Courts never punish a person for mere disobedience of a Courts order. If such power of judgment is given to individuals then he whould flout with this authority and disregard any order of the Court. Section 10 of the 2013 Act provides undue advantage and unfettered prerogative to public officials. Although the respondents argued that it is only in cases of public interest and for bona fide reason, where it is impossible for such public officials to comply with the order or decision of the Court, that a public official will be absolved of being held in contempt. Failure to obey the process of Court does not constitute contempt unless there is a contumacious disregard of the Court's order. In such cases, any person, however high an official would be held in contempt. Surprisingly this provision has judgment pronounced even before act of contempt is done indemaifying every Government official, i.e. giving a blank cheque to do any contemptuous act.

Section 11 of the 2013 Act provides that the physical appearance of the contemnor at the first instance is not mandatory. Undoubtedly, the principles of natural justice should be observed until a person is convicted. Section 11 provides for a notice to show cause to be served upon the person who is alleged to have committed contempt. And the person has a right to be defended by an advocate. There is no ambiguity to such arguments, however, a flat rule cannot be made for all those who are alleged to have omitted offence of contempt. The usual practice Court follows, issues a rule and then chooses whether to order a personal appearance depending on the alleged offence.

১১। আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির বিধান।-(১) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উথাপিত বা কার্যধারা রুজু করা হইলে, অভিযোগের বিষয়ে তাহাকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং আদালতের নিকট কারণ দর্শাইবার জবাব সন্তোষজনক হইলে, তাহাকে আদালত অবমানার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে হইবে, এবং জবাব সন্তোষজনক না হইলে তাহাকে উক্ত ব্যক্তির নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে উপস্থিত হইবার এবং বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান হইবে, এবং কার্যধারার কোন পর্যায়ে যদি আদালত মনে করে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে অবমাননাকারীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি আবশ্যক, তাহা হইলে আদালত তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হইয়া বক্তব্য প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বে, যদি কোন ব্যক্তি আইনজীবী নিয়োগ না করিয়া স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য প্রদান করিতে বা মামলা পরিচালনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আদালত তাহাকে অনুরুপ সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির অভিযোগদের সমর্থনে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে এবং তাহাকে শুনানি ও সাক্ষ্যদানের সুযোগ প্রদান করিয়া আদালতে অবমাননার অভিযোগের বিষয় নির্ধারণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যথাযথ শাস্তির আদেশ অথবা অভিযোগ হইতে অব্যাহতির আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উথাপিত বা কার্যধারা রুজু করা হইলে, উক্ত ব্যক্তি তাহার নিয়োজিত আ্ইনজীবী দ্বারা মামলা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৫) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি আইনজীবী নিয়োগসহ আদালত অবমাননা মামলা পরিচালনার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমান অর্থ সরকারী খাত হইতে অগ্রীম গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি আদালত অবমাননার অভিযোগ হইতে অব্যহতি লাভ করিলে অগ্রীম হিসেবে গৃহীত অর্থ সরকারকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে না;

(৩) তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি আদালত অবমানার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ও দন্ডপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে অগ্রীম হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি অগ্রীম হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান না করিলে উহা তাহারা প্রাপ্য গ্রাচ্যুইটি হইতে এককালীন আদায় করা হইবে এবং গ্রাচ্যুইটি হইতে আদায়ের পরও গৃহীত অগ্রীম বকেয়া থাকিলে উহা তাহার পেনশন বা পারিবারিক পেনশন হইতে সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(৬) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কার্য বা দায়িত্ব পালন কালে আদালত অবমাননার মামলায় জড়িত থাকা অবস্থায় প্রজাতন্ত্রের কর্ম হইতে অপসারিত অবসরপ্রাপ্ত বা অন্য কোন ভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে তাহার স্থায়ীভাবে কর্মাবসান হইলে, আদালত উক্ত ব্যক্তিকে আদালত অবমাননার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এ বর্ণিত পদে পরবর্তীতে স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তিকে (successor-in-office) পুনরায় কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উথাপন বা কার্যধারা রুজু করা যাইবে না অথবা পূর্বসুরীর (predecessor-in-officer) বিরুদ্ধে চলমান আদালত অবমাননার কার্যধারা বা দায় সরাসরি আরোপ করা যাইবে না।

Section 13 (2) of the 2013 acts provides for specific guidelines to the Court to exonerate a contemnor who seeks apology before the Court, which is nothing but tying up the hands of the Court.

Section 13(2)- (২)আদালত অবমাননার অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত হইয়া শাস্তিপ্রাপ্ত হইবার পর কোন ব্যক্তি তৎকর্তৃক দায়েরকৃত আপীলে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তিনি অনুতপ্ত হইয়া আন্তরিকভাবে উক্তরুপ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা হইলে আদালত তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার উপর আরোপিত দন্ড মওকুফ বা হ্রাস করিতে পারিবে।

Upon simple reading of the impugned sections 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13(2) it appears that the whole statue is drafted and made to throttle the Court's power disregarding 108, 112 and 27 of the Constitution. It is very surprising to note that the alleged sections protects the interest of only the Government officials and the journalists totally disregarding all other citizens. It is time and again decided in different Courts of different jurisdiction that Supreme Court is a Court of Record and shall have all the power of contempt including the power subject to law making and punishment of contempt itself. However, the impugned sections of the instant statute looks like to have been made to curtail this power of this Court, as provided in article 108 of the Constitution, while Article 112 has clearly embraced all authority in it by stating that-

> All authorities, executive and judicial in the Republic shall act in aid of the Supreme Court.

The overall crux of the Act is to protect the Government servants and journalists disregarding the other cetizens of the country, which is absolutely discriminatory that falls wihtin the ambit of Article- 27 of the Constitution, i.e, all the citizens are equal and deserves equal protection of law, while such a law is in total disregard to such provision of the Constitution.

Within the ambit of the instant statue in question, it appears to have been made to protect a certain class of persons, those who are trying to bypass this provision of the Constitution. It is also noteworthy that when a contempt proceeding is drawn against any particular person, Attorney General Office is suppose to act as prosecutor but in the instant statue this provision the Attorney General's Offfice is made to defend them. Since contempt of the Court is a personal liability of the contempnor, neither the Attorney General, Additional Attorney General, Deputy Attorney General, or any Assistant Attorney General should appear on behalf of any contempnor.

In Section-10 clean and clear mandate is given to the Government official in support to disregard any Court order. If any order of the Court is not

oboserved, in this provision a clear mandate is given under the disguise of good faith, which cannot be the spirit of democracy that a government official shall disobey the order of the Court under the plea “good faith”. The political philosphers always said, “absolute liberty refers to absence of liberty”, so total freedom without any restriction is nothing but giving a blank signed cheque.

If any comment upon a sitting Judge, or of a retired Judge, for his non-judicial act, embraces the name of the Court clearly siginfying to scandalize the Court, that would also amount to contempt of Court.

It is very pertinant to note that the instant writ petition has been filed by an Advocate of this Hon’ble Court, in the form of public interest, impugning Sections 4,5,6,7,9,10,11, and 13(2) of the Contempt of Courts Act, 2013 (Act No. 4 of 2013) (published in the Bangladesh Gazette on 23.02.2013) on the ground that these provisions are ultra vires and contrary to Articles 26(1), 27 and 108 of the Constitutions. The Rule Nisi was issued upon the respondents to show cause on or before 13th April 2013 (*ibid*).

It appears from the discussions made here-in-above that sections 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 and 13(2) of the Contempt of Courts Act, 2013 (2013 Act) are inconsistent with Article 26(1), 27 and 108 of the Constitution. The said provisions of the 2013 Act, were inserted “to save and protect executives and journalists from contempt charge’’ which is beyond the scope of law, discriminatory in nature and hence in violation of Article 27 of the Constitution.

The said provisions of the 2013 Act curtailed the inherent power of the Supreme Court of Bangladesh, as guaranteed, under Article 108 of the Constitution and the said provisions clearly interfere with the power to punish for contempt by the Supreme Court.

The 2013 Act exempts certain acts and thereby excluded those from contempt charge which undermines the authority of the Court and would create obstructions to the implementation of any judgment as Government officials have been excluded from the scope of contempt charges, which ultimately frustrates Article 108 of the Constitution and the supremecy of the Supreme Court as guardian of the Constitution. The said provisions are discriminatory as special privilege is given to executives and journalists clearly undermining Article 27 of the Constitution that every citizen is equal and deserves equal protection of law. And undermines the true sprit of the constitution, democracy and opposed to the rule of law. In the Result, the Rule is made absolute. Since all the sections are in contrast with Articles 26(1), 27 and 108 of the Constitution, as such, those sections of the Contempt of Court Act, 2013 (Act No. 4 of 2013) are hereby declared to have been passed *ultra-vires* the Constitution, as such, it is void and illegal. Since those sections of the Act, are the crux of the statute in question and without those the whole Act becomes redundant, as such, the whole Act,

i.e. the Contempt of Court Act 2013 (Act No. 4 of 2013) is hereby declared to have been passed *ultra-vires* the Constitution, and therefore it is void and illegal.

The impugned Contempt of Court Act, 2013 (Act IV of 2013) is hereby repealed and thereby the Contempt of Court Act, 1926 is restored to its previous position as unrepealed since the repealing provision constituted a part and parcel of the repealed Act, as that repealing provision also stands repealed.